দেশের সংস্কার চাইলে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ এর বিকল্প নেই

অন্তর্বর্তী সরকারের সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ বলেছেন, গণভোটে ‘না’ ভোট দেওয়া মানে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে যাওয়া। ‘না’ ভোট দেওয়া মানে স্বৈরাচারের পক্ষে দাঁড়ানো।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গণভোটের প্রচার এবং ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, গণভোটের বিষয়ে সরকারের নিরপেক্ষতার জায়গা নেই। হয় আমি গণঅভ্যুত্থানের পক্ষে, এই ছেলেমেয়েদের পক্ষে, জুলাই শহিদদের পক্ষে, হয় আমি হাদির পক্ষে, হয় আমি নতুন বাংলাদেশ চাই, অথবা চাই না। আমার দেশে এরকম কিছু মানুষ আছে হয়তো, যারা বিগত ফ্যাসিস্ট রেজিমের উপকারভোগী; তারা হয়তো গণভোটে ‘না’-এর পক্ষে। তারা মূলত পরিবর্তনটা চায় না। তারা নতুন বাংলাদেশ চায় না।

উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ বলেন, এই গণভোটের মাধ্যমে আপামর সাধারণ জনগণ যদি ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে ভোট দেয়, তাহলে সংস্কারের দ্বার খুলে যাবে। আমরা গণঅভ্যুত্থানের সরকার। কাজেই আমাদের অবস্থান স্পষ্ট। আমরা গণভোটের পক্ষে, ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষেই আমাদের অবস্থান। আমরা চাইছি, মানুষ বুঝুক গণভোট কেন তাদের জন্য দরকার। বুঝে-শুনে তারা ‘হ্যাঁ’ এর কাছেই আসুক।

এর আগে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গণভোট ও নির্বাচনে জনমত গঠন শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদের সভাপতিত্বে সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুর রহমান, সুবীর কুমার দাশ, নির্মল কান্তি তালুকদারসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

গণভোট উপলক্ষে গাংনীতে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গণভোট ২০২৬ সফল ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে গণভোটের প্রচারণা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে মঙ্গলবার বিকালে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তরে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা নির্বাচন অফিসার এনামুল হক।

সভায় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ইমাম, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতারা অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি সৈয়দ ড.এনামুল কবির গণভোটের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, গণভোট জনগণের মতামত প্রকাশের একটি গণতান্ত্রিক মাধ্যম। এ প্রক্রিয়াকে অর্থবহ করতে হলে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সচেতন অংশগ্রহণ জরুরি। গণভোট সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচারণা জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গণভোটকে সামনে রেখে উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

গণভোট উপলক্ষে মেহেরপুরে প্রশাসনের মাঠপর্যায়ের তৎপরতা

মেহেরপুরের বিভিন্ন উপজেলায় গণভোট উপলক্ষে আচরণবিধি প্রতিপালন, গণভোটের প্রচারণা এবং ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে জেলা প্রশাসন।

গাংনী উপজেলার মটমূড়া ইউনিয়নের ছাতিয়ান, আকুবপুর ও হোগলবাড়ীয়া এলাকায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেনের নেতৃত্বে আচরণবিধি প্রতিপালন, গণভোটের প্রচারণা এবং ভোটকেন্দ্র দর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এদিকে গাংনী উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে আচরণবিধি প্রতিপালনে মনিটরিং ও গণভোটের প্রচারণা চালানো হয়। এ সময় কিছু নির্বাচনী প্রচারণামূলক পোস্টার পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে সেগুলো অপসারণ করা হয়।

অন্যদিকে জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবীর আনসারি এর নেতৃত্বে মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের কোমরপুর এলাকায় গণভোটের প্রচারণা ও আচরণবিধি প্রতিপালন মনিটরিং করা হয়। অভিযানে আচরণবিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হওয়া মাত্রই সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়।

একই উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের যতারপুর ও বাবুপুর গ্রামের বিভিন্ন স্থানে জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব জয়া ধর মুমু এর নেতৃত্বে গণভোটের প্রচারণা ও আচরণবিধি প্রতিপালনে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সেখানেও আচরণবিধি লঙ্ঘনের চেষ্টা দেখা দিলে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়।

এছাড়াও জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আরাফাত হোসেন এর নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়িয়া, কুতুবপুর, ধলা, খাসমহল ও মাইলমারিসহ বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে আচরণবিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হওয়া মাত্রই সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়।

পাশাপাশি মেহেরপুর জেলার মান্যবর জেলা প্রশাসকের সদয় নির্দেশনায় গণভোটের প্রচারণা কার্যক্রম জোরদার করা হয় এবং কাথুলী ইউনিয়নের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গণভোটকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে এ ধরনের তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

ভোট প্রদানে বাধাসৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে

মেহেরপুরের মুজিবনগরে গণভোট ২০২৬ উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে প্রশাসনের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স মিনি সংসদ ভবনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবীর বলেন, “আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে আপনারা নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণ করবেন। যার যার মতামত প্রদান করবেন। যদি কোনো রাজনৈতিক দল ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেয়, আমাদের জানান। আমরা তার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।”

এ সময় সকল ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নির্বিঘ্নে ভোট প্রদান করার পরামর্শও প্রদান করেন জেলা প্রশাসক।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাচন অফিসার এনামুল হক, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সাকির আহমেদ।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় গণভোট বিষয়ক প্রেজেন্টেশন উপস্থিত সকলের মাঝে তুলে ধরা হয়। এসময় আসন্ন

গণভোট উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাদের মতামত ও পরামর্শ উপস্থাপন করেন।

মতবিনিময় সভায় সরকারি কর্মকর্তা, স্কুল ও কলেজের শিক্ষকগণ, মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, মসজিদের ইমাম, গির্জা ও মন্দিরের পুরোহিত, গ্রাম পুলিশ এবং সরকারি বিভিন্ন অফিসের সুবিধাভোগীগণ অংশগ্রহণ করেন।

গণভোট সম্পর্কে জনগণকে জানাতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, গণভোটের প্রচার-প্রচারণা বিষয়ে লিফলেট বিতরণ, স্থানীয় টিভি চ্যানেলে প্রচার, মাইকিং, ব্যানার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন সভা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তাব এসেছে। গণভোট আসলে কী; তা আমাদের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, জুমার দিনে প্রতিটি মসজিদে গণভোট বিষয়ে প্রচার চালানো যেতে পারে। সামনে বেশ কয়েকটি শুক্রবার রয়েছে। জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি কর্মকর্তা যদি জুমার দিনে মসজিদে গিয়ে জনগণকে গণভোট বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন, তাহলে তা একটি ভালো উদ্যোগ হবে বলে আমি মনে করি।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গণভোটের ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ বিষয়ে এক মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে এসকল কথা বলেন তিনি।

জেলা প্রশাসক আরো বলেন, স্থানীয় চ্যানেলে প্রচারের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও তৈরি করে জেলা তথ্য অফিসে প্রদান করা হবে। এরপর ইউনিয়নভিত্তিক প্রচার-প্রচারণা শুরু করা হবে, যেহেতু প্রত্যেক ইউনিয়নে প্রশাসক রয়েছেন। পাশাপাশি শহরের সকল সরকারি অফিসের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি টিম গঠন করে প্রত্যেকটি

গ্রামের হাটের দিনে হাটে গিয়ে গণভোটের প্রচার চালানো হবে।

এছাড়াও সকল সরকারি অফিসের নিজস্ব ফেসবুক পেজে প্রচারের জন্য রিলস ভিডিও তৈরি করে গণভোট বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা চালানোর কথা জানান তিনি।

স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক খাতুনে জান্নাতের সঞ্চালনায় এসময় আরো বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. এনামুল হক, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা গণভোটকে সামনে রেখে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম জোরদার করা, সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ নিশ্চিত করতে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এ সময় জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে গণভোট কী, কীভাবে ভোট দিতে হবে তা উপস্থাপন করা হয়।

দিনের ভোট রাতে রাতের ভোট দিনে, অতীতের নির্বাচন ধারণা ভুলে যান

জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেছেন, অতীতের নির্বাচনের ধারণাগুলো ভুলে যান। আমরা এখানে কাউকে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করতে কাউকে এলাও করবো না, সে যেই হোক না কেন। কোনো ধরনের পেশি শক্তি যদি কেউ প্রদর্শন করে, তাকে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসবো, সে যেই হোক না কেন এবং মানুষকে কালো টাকা, বেশি শক্তি, ভয়-ভীতি, প্রেসার ক্রিয়েট করে মানুষকে ভোট দেওয়াতে বাধ্য করবে এই

ধরনের যত ফোর্স আছে, আমরা আমাদের পক্ষ থেকে নির্দ্বিধায় বলছি, আমরা তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসবো।

গণভট ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাথে গণবোধ প্রচার প্রচারণা বিষয়ে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শনিবার সকাল ১১টায় উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে, এটা আসলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণ করতে অসুবিধা করবে এবং নির্দ্বিধায় যদি আমাদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে না পারে, এই জাতি এগোতে আর পারবে না।

আমরা আগের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি দিনের ভোট রাতে, রাতের ভোট দিনে; একজনের ভোট আরেকজন এসে দিয়ে দিচ্ছে; নির্বাচন জেতার জন্য ব্যাপক কালো টাকা মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রতীক বরাদ্দের পর যে প্রার্থীরা প্রচারণায় নামবেন, আমি তাদের প্রতি অনুরোধ করবো এখন থেকে আপনারা এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকবেন। আমাদের নলেজে আসলে আমরা আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব।

মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খাইরুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র, জেলা আনসার ও ভিডিপির জেলা কমান্ড্যান্ট মোঃ কামরুজজামান প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধি এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

গণভোটে ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উঠান বৈঠক আয়োজনের নির্দেশ দিলেন তথ্য সচিব

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি গণভোটে ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আগামীকাল থেকেই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে উঠান বৈঠক আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মাহবুবা ফারজানা। তিনি বলেন, তরুণ ভোটার বিশেষ করে প্রথমবারের মতো যারা ভোট দেবেন, তাদের অনুপ্রাণিত করতে ‘ভোটালাপ’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। এর আওতায় জেলা তথ্য অফিসগুলোর উদ্যোগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গণভোটে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

তথ্য সচিব গতকাল বৃহস্পতিবার ঝুম প্ল্যাটফর্মে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট উপলক্ষে জেলা তথ্য অফিসসমূহের প্রচার কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ নির্দেশনা দেন।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুল জলিলের সভাপতিত্বে সভায় মাঠ পর্যায়ের ৬৮ তথ্য অফিসের প্রধানগণ অংশ নেন।

তথ্য সচিব বলেন, এবারের গণভোটকে ইউনিক করতে সকল ভোটারের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। ভোটারদের উজ্জীবিত করার গুরুদায়িত্ব তথ্য অফিসসমূহকে পালন করতে হবে। জনগণকে ভোটদানের উপকারিতা জানাতে হবে। ন্যায় ও আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হলে সবাইকে গণভোটে অংশ নিতে হবে।

গণভোটের প্রচারে আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতিনির্ভর কনটেন্ট এবং বক্তব্য তুলে ধরতে হবে। এর মাধ্যমে জনগণ গণভোটের গুরুত্ব অনুধাবন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুল জলিল বলেন, নির্বাচনী আচরণবিধি, গণভোট সম্পর্কে প্রাক্টিক্যাল ডেমোনস্ট্রেশন, তরুণ ভোটারদের উৎসাহ ও নারী ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়াতে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মীরা নিরলস কাজ

করছে। ইতোমধ্যেই গণভোট সংক্রান্ত ১০টি সংগীত রচনা করা হয়েছে। এগুলোর সুর তুলে রেকর্ডিংয়ের কাজ চলছে। শিগগিরই এসব সংগীত মাঠ পর্যায়ে পরিবেশন করে গণভোটে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো হবে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত কনটেন্ট মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক হারে প্রচার করা হচ্ছে।

তথ্য সচিব তাঁর বক্তব্যে গণভোট ও নির্বাচনি আচরণবিধি সম্পর্কে ভোটার সচেতনতা বাড়াতে ‘টেন মিনিট ব্রিফ’ কর্মসূচি গ্রহণের তাগিদ দেন। এ কর্মসূচির আওতায় তিনি গ্রামের ছোট ছোট বাজারে দাঁড়িয়ে ১০ মিনিট নির্বাচন সংক্রান্ত করণীয় এবং বর্জনীয় বিষয়ে জেলা তথ্য অফিসের কর্মকর্তাদের বক্তৃতা এবং প্রচারপত্র বিতরণের নির্দেশনা দেন।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক (কারিগরি) মীর মোহাম্মদ আসলাম উদ্দিন, বরিশাল জেলা তথ্য অফিসের পরিচালক ওমর ফারুক দেওয়ান, রংপুর জেলা তথ্য অফিসের পরিচালক ড. মোফাখখারুল ইকবাল, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) সৈয়দ এ মু’মেন ও পরিচালক (প্রচার ও সমন্বয়) ডালিয়া ইয়াসমিন সংযুক্ত থেকে বক্তব্য রাখেন।

একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য

খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোখতার আহমেদ বলেছেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

শনিবার বিকাল সাড়ে ৩টায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুর

সার্কিট হাউস মিলনায়তনে জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বিভাগীয় কমিশনার বলেন, শতাব্দীর সেরা সংসদ নির্বাচন উপহার দেওয়া এবং গণভোট নিশ্চিত করা আমাদের সবার দায়িত্ব। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতে সরকারি কর্মকর্তাদের নিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচন একটি সাংবিধানিক পবিত্র দায়িত্ব। জনগণের ভোটাধিকার যেন কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয়, সেদিকে প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের সমন্বিত ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নিরপেক্ষতা, সততা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি গণভোট ও পোস্টাল ভোটের বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রচারণা চালানোর ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়। পুলিশ সুপার বলেন, নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে।

মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খাইরুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতীম শীল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সনজীব মৃধাসহ জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ।

সভায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্যভাবে সম্পন্ন করতে করণীয়, প্রশাসনিক প্রস্তুতি ও আন্তঃদপ্তর সমন্বয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণা

আগামী বছরের ১২ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণে এই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন।

ভাষণে, একই দিনে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোট আয়োজনেরও ঘোষণা দিয়েছেন সিইসি।

২০২৪ সালের পাঁচই অগাস্ট গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে নানা প্রশ্ন, শঙ্কা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে এই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করলো নির্বাচন কমিশন।

জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে সিইসি যেমন এই নির্বাচনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন, তেমনি ভোট আয়োজনে ইসির সামনে নানা চ্যালেঞ্জের কথাও বলেছেন।

সব রাজনৈতিক দল, প্রার্থীদের ভোটে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সিইসি। সেই সাথে ভোটারদেরও নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। জাতীয় নির্বাচনের ব্যালট হবে সাদা, আর গণভোটের ব্যালট হবে গোলাপি।

এবার নির্বাচনের দিনেই গণভোট অনুষ্ঠিত হওয়ায়, ভোটগ্রহণের সময় একঘণ্টা বাড়িয়ে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা করা হয়েছে।

রেওয়াজ অনুযায়ী, তফসিল ঘোষণা থেকে ভোট গ্রহণের দিনের মধ্যে ৪০ থেকে ৪৫ দিনের পার্থক্য থাকে। তবে এবার সেই সময় বাড়িয়ে করা হয়েছে দুই মাস।

□□□□□: BBC News □□□□□